

প্রথম ও শেষ কবিতা

কবির নবী

১. গদ্য পদ্য: কবি ও মোল্লা

তোরা যতো সব কবি,
দেখিস্ কখনো, আয়নায় তোদের চেহারা ছবি,
বিচ্ছিন্ন? দেখস্না, দেখস্নি, দেখবিনা,
কারণ, তোরা তো জানিস সব,
তোরা তো তোদেরই অন্তর্যামী!
লুকাস্ রেশমী পর্দায় তোদের শ্রী, বিচ্ছিন্ন,
ওয়ে রেশমী পর্দা নয়, ওয়ে বেশ্যার আঁচল!
লুকাবি কোথা! যুগ যে প্রকাশের! ন্যাংটার! বিশ্ব ন্যাংটা।
ওর নাকি বিশ্বায়ণ হচ্ছে? তাই বেশ!
দেখো, অই বইমেলা! না বৌমেলা!
সব খোলামেলা, বটতলা, বকুলতলা,
আমতলা, যেনো কদমতলা। “তোরা সব বৌখেলা”।
কারো ঘর নেই, বাসেরও না, বাসরও না।
যেনো নেই ঘরে, ভাত-ভাতার। তাই, বাসর ওদের হাট বাজার!
কি মজার!
আঁকছি আমি তোদের ছবি, যেনো আমি তোদের নবী।
তোদের, কাকেও খেলো প্রমিলায়,
মুখে কারো পেছাব করলো তসলিমায়,
কাকেও গিললো হাড়গিলায়।
অসভ্য সব সব্যসাচী, আসলে যে,
তোরা সবাই- লুচা পাজি।
নেই বিয়াতে মোল্লা কাজী,
মিঞা বিবি উভয় রাজী,
“ক্যায়া কারেগা, ফকির কাজী?”
মোল্লা কাজীর টংকাবাজী,
টংকা পেতেই ধান্দাবাজী, ধাপ্পাবাজী,
হারাম হালাল, হালাল হারাম, সবাই আরাম,
আযীযুল হক, গোলাম আযম, একি ধাতের বনী আদম।
গদীর লোভে, কড়ি লাভে, পাগড়ী দাড়ী একি লাফে,
হেজাব কিতাব লাখি মেরে, ঢুকে পড়ে চুলের খোঁপে।
শীষ মহল আর তাজ মহলে, মোল্লারাও ভাঁদড় নাচে,
দিন দুনিয়া নরক করে, পানির দামে ক্লোরান বেচে।

কবির নবীর আস্তানা:

২৪৮/২, দ্বিতীয় কলোনী, মাযার রোড, মিরপুর,
ঢাকা-১২১৬।।

মোবাইল: ০১৫৫২৩৩১৭৭৯

২. পদ্য গদ্য: নষ্ট ভ্রষ্টের হালখাতা

এবার লিখি, নষ্ট ভ্রষ্টের নরক রাজ্য নিয়ে,
লৌহ কলমের বজ্রপ্রকাশ; নয় ইনিয়ি বিনিয়ি।
আদম হাওয়ার স্বর্গে ঢুকেছে ইবলীস; স্বর্গ নরক একাকার,
মানুষ শয়তান, ভাই ভাই; শান্তি নেই, শান্তি চাই, হাহাকার।
দোষ কার? নর, না, নারীর? শেলাই সূঁচের পাছা মাথা, তাতেই,
আদম হাওয়ার জীবণ গাঁথা; রঙ বেরঙ্গের নকশি কাঁথা।
সূঁচের পাছায় সূতো গেঁথে, গাঁথো যতো ফুলের মালা।
সুঁইয়ের মাথা আগে চলে, পাছা সূতা পিছে পিছে, বিঁধে
বিঁধে কাপড় বোনে, শরম ঢাকে, আব্রু ঢাকে,
স্বর্গ গড়ে ধরার বুকে।
একি!? ইবলীসেরি এক পলকে, উল্টে দিলে সুঁইটাকে!?
উল্টো ঠেলে সুঁই- সূতা, লাগলে খেতে সুঁইয়ের গুতা!
তাই, হাতে ব্যাথা, বুকে ব্যাথা, সারা অঙ্গে ব্যাথার ব্যাথা।
তারপর?
সুঁধার বধু ভেঙ্গে সুঁই, এক সদনে হইলো দুই!
ভাঙ্গা সুঁইয়ের ঠেলাঠেলি, কিলাকিলি নিত্য বিবাদ,
বিরাম নেই।
হাঁসা-হাঁসি ভেঙ্গে ঘর, বর কনেতে হলো পর,
রেণ্টু শৃগাল, হিন্দু মুনাল, হাঁসা হাঁসির মাঝখানে,
নষ্ট পিড়ির হলো বর।
তুমি না গো শেখের ঝি?! জানলে লোকে বলবে কি?
“শুনিসনেরে লালন শাঁই! নারী জাতির খতনা নাই?
তাই যে নারীর ধর্ম নাই!? বলছে বাবা ‘বন্ধু-ভাই’ যখন যেমন,
তখন তেমন,
ইয়া হোসেন, ইয়া হোসেন।
শিঁখে দিলাম শঙ্খ সিঁদুর, হিন্দু হলে কি আসে যায়?
তুমি এখন কামাল হোসেন।
রোঁধে খেয়ে গল্পের বট, ভাঙ্গরে রেণ্টু মন্দির মঠ,
পুলিশ- সেনার লাশ চাই, নেরে টাকা যতো চাই।
লাশে গড়া, লাশে শেষ, “ভাঙ্গা বন্ধুর ভাঙ্গা দেশ”,
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।
রেণ্টু খেপে হাঁক ছাড়ে, ভাঙ্গে হাড়ি সোচ্চারে-
“এসব কিছুর বিচার চাই, নইলে আমার ফাঁসি চাই”।
পুতুল খালার হালও তাই, আছেন খালু ফালু ভাই।
বল্ বাঙ্গালী কোথায় যাই?
মোল্লার ঘরে আল্লাহ নাই, আল্লাহর ঘরে মোল্লা নাই।
গীর্জা কা’বা, সব ফাঁকা, শুধু খাঁ-খাঁ।
শামসু কবি মামুদ কবি, দরবেশী ধ্যাণ, বিরামপুরী,
তস্বি দানা, ভন্ড গোনা, কাজ হবেনা; ফল হবেনা।
আসছে মউত দোরের গোড়ে, নিতে কেড়ে জীবণ আয়ু, প্রাণের
বায়ু।
আঁকলে দিলে খোদার ছবি, যেমনি ছিলেন খোদার নবী।
তানা হলে রক্ষা নাই- বলছি আমি কবির নবী,
মরণ স্মরণ কাব্য যাদের, তারাই সেরা, তারাই কবি
মৃত্যুঞ্জয়ী।
৫ মুহাররাম, ১৪২৪ হিজরী, ২৫.২.২০০৪